যায়যায়দিন

তারিখ 28 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

শিগগির নতুন অর্গানোগ্রাম পাস হচ্ছে

ইউজিসিতে তীব্র লোকবল সঙ্কট

হাবিবুর রহমান

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনে (ইউজিসি) চলছে তীব্র জনবল সঙ্কট। জনবলের বিশাল ঘাটতি নিয়ে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক জনবল থাকায় প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ করতে হচ্ছে। তবে এ লোকবল সমস্যা সমাধানে শিগগির নতুন অর্গানোগ্রাম পাস হচ্ছে বলে জানা গেছে। এটা পাস হলে নতুন জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। নতুন অর্গানোগ্রামটি ফিনান্স ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাস হয়ে এখন আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ইউজিসিতে বর্তমানে ছয়টি বিভাগের অধীনে ২২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য বলে ইউজিসির একাধিক কর্মকর্তা জানান। তারা বলেন, সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এখানে ৪ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজন। ইউজিসি সূত্র জানায়, ইউসিজি প্রতিষ্ঠার সময় চারটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছিল। সে সময় দেশে কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

কিন্তু বর্তমানে পাবলিক ইউনিভার্সিটির সংখ্যা ২৯টি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে ৫২টি। এসব ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম সবই দেখে থাকে ইউজিসি। পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির সংখ্যা বেড়ে গেলেও বাড়েনি ইউজিসির লোকবল।

আশির দশকে ইউজিসি একবার অর্গানোগ্রাম তৈরি করে। এরপর আর কোনো অর্গানোগ্রাম তৈরি হয়নি। এর মধ্যে সরকারের পরামর্শে কিছু লোকবল নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সূত্র আরো জানায়, এ পর্যন্ত পাবলিক ও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর নানা অভিযোগ তদন্ত করতেই কর্মকর্তাদের বেশি সময় ব্যয় করতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় অনেক কাজ ফেলে রেখে যখন তখন তাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াতে হচ্ছে। কোনো কোনো কর্মকর্তার কাজের চাপ এতোই বেশি থাকে অনেকে বাসায় ফাইল নিয়ে যান। গত কয়েক মাসে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল খসড়া, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আইনের খসড়াসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে ইউজিসি।

ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, ইউজিসিতে সংখ্যাগত এবং গুণগত পর্যাপ্ত জনবল নেই। অনেক বিভাগে প্রয়োজনীয় লোক নেই। তিনি বলেন, আবার যে কাজের জন্য যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন তা অনেকের নেই। অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর আরো দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। নজরুল ইসলাম বলেন, শিগগির জনবল নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। ইউজিসিকে একটি শক্তিশালী, দক্ষ ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে যা করা প্রয়োজন তাই করা হবে।

ইউজিসির এক কর্মকর্তা বলেন, নতুন অর্গানোগ্রামে ল সেল, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ সেল, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সেল খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। মঙ্গলবারে ইউজিসির এক সভায় ল-সেল গঠনের প্রস্তাব পাস হয়। এ সেলে একজন ডেপুটি সেক্রেটারি, একজন অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি, একজন ল অফিসার, একজন কমপিউটার অপারেটর ও একজন পিয়ন থাকবে। ইউজিসি সূত্র আরো জানায়, এতো দিন বিভিন্ন আইনি জটিলতা মোকাবেলার জন্য বাইরে থেকে লইয়ার হায়ার করে আনা হতো। ফলে কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করা যেতো না। ল সেল গঠন করা হলে আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে।

ইউজিসির গবেষণা ও প্রকাশনা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক ফখরুল ইসলাম বলেন, একজন কর্মকর্তা একাধিক বিভাগের কাজ করলে কাজের কোয়ালিটি ততো ভালো হয় না। এছাড়া কাজও হয় শ্লথ গতিতে।

বর্তমানে কাজের প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। তাই শিগগির ইউজিসির জনবল কাঠামো বাড়ানো প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ, নতুন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় সরকারের নানা পরামর্শ দেয়াসহ উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্টের ১০ নাম্বার আদেশ অনুসারে ইউজিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইউজিসি কর্তৃপক্ষ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, উচ্চ শিক্ষা প্রসারে ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র, অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, সব ইউনিভার্সিটিতে অভিন্ন গ্রেডিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছে। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধে তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।